SEM _ 2(HISH)
PAPER _ 3

গুপ্ত যুগের সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান:: গুপ্ত যুগের শাসকরা ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক।সেজন্য সেজন্য এ যুগের সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান শিল্পকলার প্রভূত উন্নতির কারণে গুপ্ত যুগকে ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ আখ্যা দেওয়া হয়।এই সময়ে কালিদাস রচনা করেন অভিজ্ঞান শকুন্তলম, ঋতুসংহার, মালবিকাগ্নিমিত্রম, মেঘদূতম্, কুমারসম্ভব। এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা গুলি হল শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, দন্ডিন এর দশকুমারচরিত।গুপ্ত যুগে চিকিৎসাশাস্ত্র ধাতুবিদ্যা রসায়ন গণিত জ্যোতিষ চর্চার অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ্য করা যায় 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা আবিষ্কারের ব্যবহার যা আরোবীয় সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত তা ভারতীয়দের আবিষ্কার। গুপ্তযুগে দশমিকের আবিষ্কার হয়। এই যুগে আর্য ভট্ট জ্যোতিষ বিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনার সাথে সাথে ঘনমূল, বর্গমূল, ভগ্নাংশ, এবং তিনিই প্রথম বলেন যে পৃথিবী স্থির নয় পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান। বরাহমিহির খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ও বৃহৎ সংহিতা লেখেন। গুপ্ত যুগে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের সূচনা হয় এই যুগে ইট ও পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং গুহা মন্দির গুলি ছিল অজন্তা, ইলোরা, উদয়গিরি। এইসময় গান্ধার শিল্পের প্রভাব খর্ব হয় এবং নতুন ভাস্কর্য রীতি গড়ে ওঠে মথুরা এবং অন্যান্য জায়গায় পাথরের বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। গুপ্ত যুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয় বলা যায় অজন্তা গুহা তে চিত্র শিল্পের অসাধারণ নিদর্শন পাওয়া

Scanned with CamScanner